

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

66155 - মুয়াজ্জনি নরিধারতি সময়রে ৭ মনিটি আগে আযান দয়োর তারা ইফতার করে ফলেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদরে এলাকার মুয়াজ্জনিরে আযান শুনতে আমরা ইফতার করে ফলেছি। এর ৭ মনিটি পর আমরা অন্য একটা মসজদিরে আযান শুনি। পরে যখন আমাদরে এলাকার মুয়াজ্জনিকে জিজ্ঞেসে করি তিনি জানান যে, তিনি ভুলক্রমে আযান দয়িছেনে; তিনি ভবেছেনে সময় হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর উপর কিকোনে কিছু অপরিহর্য হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

জমহুর আলমেরে মতে, যে ব্যক্তি সূর্য ডুবে গেছে মনে করে, ইফতার করে ফলেছে, এরপর জানতে পারে যে, সূর্য ডুবনে; তাকে রোযাটি কাযা করতে হবে।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনি' গ্রন্থ (৪/৩৮৯) বলনে: "এটি অধিকাংশ ফকাহদি ও অন্যান্য আলমেরে অভিমত।" সমাপ্ত

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে যখন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হল যিনি তার দুই ময়েরে কথার ভিত্তিতে ইফতার করে ফলেছেনে। এরপর যখন মাগরিবেরে নামায়েরে জন্য বেরে হন তখন শুনতে পান যে, মাত্র মুয়াজ্জনি মাগরিবেরে নামায়েরে আযান দিছে। জবাবে তারা বলনে: "যদি প্রকৃতপক্ষে সূর্য ডোবার পর আপনার ইফতার হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে রোযা কাযা করতে হবে না। আর যদি আপনার ইফতার সূর্যাস্তেরে পরে হয়ে থাকে থাকে অথবা সূর্যাস্তেরে পরে হয়েছিলে বলে আপনার প্রবল ধারণা হয়; অথবা আপনি এরকম সন্দেহে করে থাকনে তাহলে আপনাকে এবং আপনার সাথে যারা ইফতার করছে তাদের সকলকে রোযাটি কাযা পালন করতে হবে। কারণ দবিস অবশিষ্ট থাকাই হচ্ছ মূল অবস্থা। আর এ মূল অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরেরে জন্য শরয়ি দলিলি থাকতে হবে। আর এখানে শরয়ি দলিলি হচ্ছ- সূর্যাস্ত যাওয়া।" সমাপ্ত [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৮৮)]

শাইখ বনি বায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিলি:এমন কিছু লোক সম্পর্কে যারা ইফতার করে ফলের পর জানা যায় যে, সূর্য ডুবনে। উত্তরে তিনি বলনে: জমহুর আলমেরে মতে, যে ব্যক্তিরি ক্ষেত্রে এমনটি ঘটছে তিনি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে যটেকু সময় বাকী আছে তাতে পানাহার থেকে বরিত থাকবনে এবং রোযাটি কাযা পালন করবনে। সূর্য ডুবছে কনি তা জানার জন্য যদি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সাালেহ

যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকলে তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন না। অনুরূপভাবে শাবান মাসের ৩০ তারিখ দিনের বেলায় যদি কারো কাছে সাব্যস্ত হয় যে, এ দিনটি ১ লা রমযান তাহলে তিনি বাকী সময়টুকু পানাহার থেকে বরিত থাকবেন এবং এ দিনের রোযাটি কাযা পালন করবেন; তিনি গুনাহগার হবেন না। কারণ তিনি যখন পানাহার করছেন তখন জানতেন না যে, এ দিনটি রমযান। তাই এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে তার গুনাহ হবেন না। তবে এ রোযাটি তাঁকে কাযা পালন করতে হবে। [সমাপ্ত; বনি বাযেরে ফতওয়া সমগ্র ১৫/২৮৮]

আর কিছু কিছু আলমেরে মতে, রোযাটি শুদ্ধ হবে এবং কাযা করা আবশ্যিক হবেন না। এ অভিমতটি মুজাহদি (রহঃ) ও হাসান (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। একই অভিমত দিয়েছেন, ইসহাক (রহঃ), এক বর্ণনামতে ইমাম আহমাদ, আল-মুযানি, ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে তাইমিয়া। শাইখ ইবনে উছাইমীন এ অভিমতকে অগ্রগণ্য ঘোষণা করেছেন। [দখুন: ফাতহুল বারী (৪/২০০), ইবনে তাইমিয়া এর 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (২৫/২৩১), আল-শারহুল মুমতী (৬/৪০২-৪০৮)]

তাঁরা দলিল দনে বুখারি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দিয়ে- হশাম বনি উরওয়া ফাতমো থেকে তিনি আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: একবার মঘোচ্ছন্ন আকাশ থাকায় আমরা ইফতার করে ফলেলাম; এরপর আবার সূর্য দেখা গলে। হশামকে জিজ্ঞাসে করা হল: তাদেরকে কি রোযাটি কাযা করার নরিদশে দয়া হয়েছিল? তিনি বললেন: অবশ্যই কাযা করতে হবে। আমার বলেন: আমি হশামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: আমি জানি না- তারা কি কাযা করছেন; নাকি করেনি।

হশাম এর উক্তি: “অবশ্যই কাযা করতে হবে” এটি তাঁর নজিস্ব বোধ। তিনি এ কথা বলেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি রোযাটি কাযা করার নরিদশে দিয়েছেন। এ কারণে হাফযে ইবনে হাজার বলেন: আসমা (রাঃ) এর হাদিসটিতে রোযাটি কাযা করা বা না-করা কোনটি সাব্যস্ত নয়। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন “আল-শারহুল মুমতী” (৬/৪০২) বলেন: দিনের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে সূর্য ডুবে গেছে এ ভিত্তিতে তারা ইফতার করে ফলেছেন। তারা শরয়িতরে হুকুম জানেন না- এমনটি নয়। বরং তারা সূর্যের প্রকৃত অবস্থাটি সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা মনে করেনি যে, এখনো দিন অবশিষ্ট আছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোযাটি কাযা করার নরিদশেও দেননি। যদি রোযাটি কাযা করা ফরজ হত; তাহলে সটো আল্লাহর দয়া শরয়িত হিসেবে সাব্যস্ত হত এবং কাযা করার বিষয়টি হাদিসে সাব্যস্ত হয়। অতএব, যহেতে সাব্যস্ত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও কিছু বর্ণিত হয়নি সুতরাং মানুষের মূল অবস্থা হল- তার উপর কোন যিম্মাদারি বা কাযা করার দায়িত্ব না থাকা। সমাপ্ত

ইবনে তাইমিয়া ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (২৫/২৩১) গ্রন্থে বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এতে প্রমাণিত হয় যে, কাযা করা ফরয নয়। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রযোয়াট কাযা করার নরিদশে দতিনে তাহলে সটো প্রচারতি হত; যভোবে তাদের ইফতার করে ফলোর বযিয়টি প্রচারতি হয়ছে। যখন কাযা করার ব্যাপারটি প্রচারতি হয়নি এতে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কাযা করার নরিদশে দনেনি। যদি বলা হয় যে, হশিম বনি উরওয়াকে জজিঞেসে করা হয়ছে: তাদেরকে ককাযা করার নরিদশে দয়ো হয়ছেলি? তিনি বলছেন: অবশ্যই কাযা করতে হবে? উত্তরে বলা হবে: হশিম (রহঃ) সটো নজিরে ইজতহিদ থেকে বলছেন। হাদসি এটি বর্ণতি হয়নি। এ বযিয়ে হশিমরে যে ইলম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় মামার এর বর্ণনা থেকে। মামার বলেন: আমি হশিমকে বলতে শুনছে যি, তিনি বলেন: আমি জাননি- তারা ক রযোয়াট কাযা করছেন; নাকি কাযা করনেনি। ইমাম বুখারি এ উক্তটি উল্লেখ করছেন। হশিম তার পতি উরওয়া থেকে বর্ণনা করছেন যে, তাদেরকে রযোয়াট কাযা করার নরিদশে দয়ো হয়নি। আর উরওয়া তার ছলেরে চয়ে অধিক অবহতি। [সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

যদি আপনার সাবধানতা অবলম্বন করতঃ একট রযোয়া রখে দনে সটো ভাল। আলহামদুলিল্লাহ; একদিনেরে রযোয়া রাখা তমেন কষ্টরে কছি না। যা ঘট গেছে সে জন্য আপনাদেরে কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।